সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা

- ১৯৩৩ সালে ৭ [সেপ্টেম্বর] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ফরিদপুর গ্রামে জন্ম। বাবা - কালীপদ, মা মীরাদেবী। চার বছর বয়সে বাবার সাথে আসেন, বাবার মৃত্যুর পর মামার বাড়ি বাগবাজারে, ১৯৪৮ সালে অষ্টম শ্রেণিতে বাগবাজারে কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হন।

- স্কুলে পাঠরত অবস্থায় এক শিক্ষকের কাছে মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে পারেন। তারপর ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদগ্রহণ। ১৯৫৮ সালে সদস্যপদ ত্যাগ করেন।
- ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর সিটি কলেজে ভর্তি হন বাণিজ্য বিভাগে। ১৯৫৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ১৯৫৬ সালে পাস কোর্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এম.এ. পড়তে চলে আসেন।

- ১৯৫৩ সালে বুদ্ধদেব বসুর "কবিতা" পত্রিকায় তাঁর 'যম' কবিতাটি প্রকাশিত। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যে ভর্তি হতে বলেন, কিন্তু তিনি ভর্তি হলেও পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

- জীবিকার জন্য তাঁকে সাতাশটি টিউশনি নিতে হয়েছিল, সংসারের চাকরি নেন, কিছুদিন তিনি কলকাতার ইউনিভার্সাল মেমোরিয়াল রোড স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন তিনি অফিসে চাকরি করেছেন। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকা-তে সুনীলের সাব-এডিটর হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও তিনি স্থায়ী হতে পারেন না।

- এরপরে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরক প্রতিবাদী আন্দোলন তুলে ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে শিল্প ও সাহিত্যের যে অভিনব আন্দোলন হয়েছে, তার নাম হাংরি আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, হারাধন ধাড়া প্রমুখ। সময় সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে পরবর্তীতে ১৯৬৩ গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। * প্রেম প্রসঙ্গে সুনীলের মন্তব্য, [illegible] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেম ... যখন তিনি মলয় রায়চৌধুরী
- তাঁর জীবনে প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ [কাটা] উপস্থিতি রয়েছে। মলয় রায়চৌধুরীর দাদা সমীর রায়চৌধুরীর শ্যালিকা শীলা চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমে পড়েন তিনি। একসময়ে অনেকেই সমর্থন করেননি তাঁকে। প্রেমের স্বাতন্ত্র্য থেকে তিনি লিখে গেলেন উপন্যাস — 'বন্ধুর ও বন্ধুরী', 'নীললোহিত ও অম্বা ও দেবব্রত', 'সমুদ্র ও সাবিত্রী', 'সোম ও তারা', 'অর্জুন ও উত্তরা' নামক কয়েকটি প্রেমের উপন্যাস লেখেন।

- উপন্যাস — 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬) (প্রথম), ইত্যাদি।

কাব্য — 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ' (১৯৬১), 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৯৬৬) 'বন্দী জেগে আছো' (১৯৬৮) 'সত্য বন্দী হয়ে আছো' (১৯৭২), 'দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়' (১৯৭৫); 'আমার স্বপ্ন কোথায় গেল' (১৯৭৫) জাগরণ হেমবর্ণ, (১৯৭৫), নির্বাসিত (১৯৭৫), সোনালি বিষাদ (?) বেঁচে থাকার মানে (১৯৮২), 'ভোরবেলার উপহার' ইত্যাদি।

অর্থাভাব, বেকারত্ব, হতাশা, যন্ত্রণা, প্রেমে ব্যর্থতা, অপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির নিরাপদ গণ্ডীবদ্ধ জীবনযাত্রার অভাব

↓

বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা অর্থাৎ প্রথাবিরুদ্ধ, রীতি বিরুদ্ধ, উদাসীন, নিয়মবিরুদ্ধ বেহিসাবী নেশায় ডুবে জীবনযাত্রা মদ্যপান, পলায়নবাদী মানসিকতা + স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীনচেতা, স্বপ্নলোকী, নির্ভীক, বহেমিয়ান 'ক্ষ্যাপা' – মধ্যবিত্ত বাঙালির বৈশিষ্ট্য

– অর্থাৎ এখন একটি মধ্যবিত্ত বাঙালির বোহেমিয়ান জীবনসত্তা যে জীবনে আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠা পায়নি — পেয়েছে হতাশা, যন্ত্রণা, দুঃখ, প্রেমে ব্যর্থতা, সর্বপ্রকার নেতিবাচকতা — এরকম একটি মানুষ যে তাই জীবনের দুঃখ ভুলতে মদ খায়, সমাজের সামাজিক প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে সে মানে না। সে সংসার যে করেছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাংসারিক হতে পারেনি আবার পুরোপুরি সন্ন্যাসীও হতে পারে নি। যখনই সংসারের দায়দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসেছে, মানুষে বিভিন্ন প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই সে নিয়মবেড়ি ছুঁড়ে ফেলেছে পলায়নবাদী, হয়েছে মদ্যপ।

চাকরির চরম পর এখনও যখনো তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ ত্যাগ করেছেন। যখনো নিজেকে নিরাপদ রাখতে হাংরি ছেড়ে হাংরিদের বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দিয়েছেন, আবার দেখা যেখানে ইচ্ছে ও একটি সংবাদপত্রে চাকরির প্রস্তাব পেলেন, তখনো কত বড় হাংরি হতে হবে এখন তিনি অতীতের বন্ধু সংস্কৃতি আর সংযুক্ত দ্রুত ছেড়ে দেন।

*** একটি মধ্যবিত্ত বাঙালির বোহেমিয়ান মানসিকতা অর্থাৎ প্রথাবিরুদ্ধ, বেহিসাবী, উদাসীন জীবনদর্শনের কবিতা। বলাই বাহুল্য এখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনেরই প্রতিচ্ছবি রয়েছে — সে মানুষটি মধ্যবিত্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠা না পেয়ে ও প্রেমে ব্যর্থতাসহ জীবনের সামগ্রিক অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব নিয়ে হয়ে উঠেছেন বোহেমিয়ান শক্তি বা একজায় 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটি', সে মানুষটি অন্যান্য আর পাঁচটা বাঙালির মতোই 'ক্ষ্যাপা', কিন্তু বাঙালির স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছেন স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী, উদাসীন, বহেমিয়ান, স্বপ্নলোকী ও নির্ভীক — যা প্রথাবদ্ধ নিরাপদ গণ্ডীবদ্ধ বাঙালির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়।

—০—